চট্টগ্রাম প্রদর্শনী সফল হলে কমপিউটার প্রসার আন্দোলন এক ধাপ এগিয়ে যাবে

– মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ৫-৬ মে, ১৯৯৪ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ও প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো একটি জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। দেশের কমপিউটার বিক্রেতাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এটি দ্বিতীয় প্রদর্শনী এবং চট্টগ্রামে তৃতীয় প্রদর্শনী। এর আগে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ কমপিউটার ক্লাব এবং ১৯৯৩ সালে চট্টগ্রামভিত্তিক বাংলাদেশ কমপিউটার ইউজারস এসোসিয়েশন একটি করে প্রদর্শনীর আয়োজন করে। তবে এবারই প্রথম চট্টগ্রামের একটি কমিপউটার প্রদর্শনীতে দেশের প্রায় সকল বড় কমপিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান নতুন কিছু হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এই প্রদর্শনীতে প্রথমবারের মতো প্রদর্শন করতে যাচ্ছে। এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের বক্তব্য জানার জন্য কমপিউটার জগৎ মুখোমুখি হয়েছিলো বিসিএস-এর এই প্রদর্শনী সংক্রান্ত উপকমিটির আহ্বায়ক, সমিতির কোষাধ্যক্ষ, আনন্দ কমপিউটার্সের প্রধান নির্বাহী ও বিজয় বাংলা সফটওয়্যারের উদ্ভাবক জনাব মোস্তাফা জব্বার-এর।

কমপিউটার জগৎ ঃ বিসিএস চট্টগ্রামে কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গেলো কেন?

মোস্তাফা জব্বারঃ বিসিএস বাংলাদেশের কমপিউটার বিক্রেতাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের সকল এলাকার কমপিউটার অনুরাগীর প্রতি বিসিএস-এর কমিটমেন্ট আছে। আমরা কেবল ঢাকাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নই। রাজধানী বলে সকল ক্ষেত্রেই ঢাকার প্রাধান্য রয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই আমরা ঢাকাকেন্দ্রিক করবো। চট্টগ্রাম আমাদের জাতীয় জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে চট্টগ্রাম কেবল দ্বিতীয় শহর নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে থাকার মতো ঘটনা চট্টগ্রামে ঘটেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ নগরী। চট্টগ্রাম যে বন্দরনগরী তা হিসাব না করলেও এ কথা সত্য যে চট্টগ্রামকে পাশ কাটিয়ে আজ আর পুরো দেশটার কথা ভাবা যায়না। আমরা কমপিউটার ব্যবসায়ীরাও ব্যবসার জন্য চট্টগ্রামকে যে কতোটা প্রাধান্য দিই তা এই প্রদর্শনীর আয়োজনের মাধ্যমেই প্রমাণিত হলো।

ক. জ.ঃ ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য শহরে কি এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে?

মো. জ.ঃ আমরা কামনা করি বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল কমপিউটার প্রদর্শনী করার মতো উপযুক্ত হোক। যখনই সম্ভব হবে তখনি বিসিএস অগ্রনী ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

ক. জ.ঃ এ বছর বিসিএস আর কি কোন প্রদর্শনী আয়োজন করবে?

মো. জ.ঃ নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় একটি কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

ক. জ.ঃ চট্টগ্রামে কি আগামী বছর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে?

মো. জ.ঃ এ জবাব আমি দিতে পারি না। এটি প্রাথমিকভাবে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়, এছাড়া এ বছরের প্রদর্শনীর সাফল্য ও সমিতির সদস্যদের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করবে আগামী বছর চট্টগ্রামে আবার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে কিনা। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে চট্টগ্রামের ব্যাপারে দারুণভাবে আশাবাদী।

ক. জ.ঃ বিশ্বের নানা দেশে কমপিউটারের প্রসারের এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় সরকারী উদ্যোগে। অন্তত এ ধরনের প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্টপোষকতা থাকে। আপনাদের উদ্যোগে আয়োজিত দুটি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে সরকারের কাছ থেকে কি সহযোগিতা পেয়েছেন?

মো. জ.ঃ এ পর্যন্ত দেশে কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে সরকার কোন উদ্যোগ বা পরিকল্পনা করেছেন বলে আমি জানিনা। বিসিএস-এর সদস্যরা সম্পূর্ণভাবেই নিজেরা নিজেদের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

ক. জ.ঃ এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে আপনি কি সমস্যার কথা প্রথমেই ভাবছেন?

মো. জ.ঃ আমি ভাবছি প্রদর্শনীর স্থানের কথা। আমরা গত নভেম্বরে যে প্রদর্শনী করেছিলাম তাতে আমাদের সদস্যরা সকলে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এবার চট্টগ্রামেও আমরা একাধিক সদস্যকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে পারিনি। প্রধানতঃ স্থানাভাবই এর কারণ। গত বছরের প্রদর্শনীতে প্রায় দিনেই আমরা দর্শকদের জায়গা না দিতে পেরে দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি।

এ বছর ঢাকার যে প্রদর্শনী হবে তার প্রধান সমস্যা হলো স্থান। কমপিউটারের প্রদর্শনী আমরা খোলা ময়দানে করতে পারিনা। ঢাকায় কেবল দুটি ৫ তারা হোটেলে এ ধরনের প্রদর্শনী করা যায়। এসব হোটেল ভাড়া এতো বেশী যে প্রদর্শনীর খরচের সিংহভাগটা ভাড়াতেই ব্যয় হয়ে যায়। দেশের কোন শিল্প বাণিজ্য খাতই দেশের কোথাও প্রদর্শনী করার মতো জায়গা পায়না। আমরা বস্ত্রমেলা, বইমেলা-পৌষমেলা-আনন্দমেলা-মীনাবাজার যা করি তার সাথে কমপিউটার প্রদর্শনীকে মেলালে চলবে না। ওসমানী মিলনায়তনে প্রদর্শনী করা যেতে পারে। কিন্তু সরকারী অনুমতি মেলা ভার।

ক. জ.ঃ এ সমস্যার সমাধান কি করে করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

মো. জ.ঃ বহুদিন আগে থেকেই ঢাকায় বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের কথা ছিলো। আমার বিশ্বাস তাতে একটা আধুনিক স্থায়ী প্রদর্শনীর জায়গাও থাকবে। এখন দেখছি বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের জায়গায় একটি হোটেলের গাড়ী পার্কিং-এর স্থান হয়েছে। আমরা খোলাবাজার অর্থনীতির কথা বলছি অথচ দেশে একটি বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র তথা একটি স্থায়ী প্রদর্শনী কেন্দ্র থাকবে না এটা কোন ধরনের শিল্প বাণিজ্যভাবনা বুঝিনা। যতোদিন বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র বা স্থায়ী প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব না হবে ততোদিন ওসমানী মিলনায়তনে কমপিউটারের মতো প্রদর্শনীর আয়োজন করতে দেয়া উচিত।

ক. জ.ঃ বাংলাদেশে কমপিউটারের প্রসারে কমপিউটার কাউন্সিলের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার কি মতামত?

মো. জ.ঃ কমপিউটার কাউন্সিল সম্পর্কে আমি আমার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করতে পারি, কারণ এ সম্পর্কে আমাদের সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন রকমের মূল্যায়ন থাকতে পারে। আমি কমপিউটার কাউন্সিলের সমালোচনা না করে তাদের সাম্প্রতিক কাজের একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। গত ৫ এপ্রিল মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব ইদ্রিস আলীর অফিসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কমপিউটার বিক্রেতাদেরকে একটি সভায় ডাকা হয়। সেই সভার কার্যপত্রে উল্লেখ করা হয় যে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ বাংলায় ডাটা এন্ট্রি করে কমপিউটারে তথ্য বিন্যাস করে রাখতে চায়। এ ব্যাপারে কমপিউটার কাউন্সিলের মতামত চাইলে কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞরা মতামত দেন যে, দেশে বাংলাভাষায় তথ্য বিন্যাসের জন্য উপযুক্ত সফটওয়্যার তৈরী হয়নি। অতএব তথ্যভান্ডার ইংরেজীতে গড়ে তোলা হোক। মন্ত্রী পরিষদের মূল সিদ্ধান্ত যা বাংলায় তৈরী হয় তা অনুবাদ করার জন্যও সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশে বসবাস করে কমপিউটারে বাংলাভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে তারা এতো মুর্খ রয়ে গেলো কেমন করে তা আমি ভাবতেও পারিনা। আমি এটাও বুঝিনা এরপরে এসব বিশেষজ্ঞের চাকুরি আছে কেমন করে।

একটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র তৈরী করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি কমপিউটার কাউন্সিল এমন সিডিউল তৈরী করেছে যা সারা দুনিয়ার কোথাও তৈরী হয়না। এমন একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমি কি বলবো? এটি জনগণের অর্থের শ্রাদ্ধ করছে আর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ দেখছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানটি থেকে দেশের কমপিউটার শিল্প আর কিছু পাচ্ছে বলে দেখতে পাচ্ছিনা।

ক. জ.ঃ আপনি এ সমস্যার সমাধান কিভাবে করা সম্ভব বলে মনে করেন?

মো. জ.ঃ বিসিসিকে কমপিউটার শিল্পের খবরদারী ও প্রেসক্রিপশন লেখা থেকে দূরে রেখে উন্নয়নমূলক কাজ করতে দিন। প্রথমেই তাদের আত্মউন্নয়ন করা দরকার। ওদেরকে কমপিউটার বিষয়ে লেখাপড়া করার পরামর্শ দিতে পারি আমি। আর কিছু না হোক বাইট, পিসি ওয়ার্ল্ড, ম্যাক ওয়ার্ল্ড, ইউনিক্স ওয়ার্ল্ড জাতীয় মাইক্রো কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকাগুলো পড়লে তারা প্রেসক্রিপশন লেখাতে সাধারণ ভুল করবেন না। ওরা এখন সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কমপিউটারের ব্যাপারে যেসব অপপরামর্শ দিচ্ছে তাতে আমরা বিক্রেতারা বড় অসহায় বোধ করি। মাঝে মাঝে লজ্জাও হয়।

ক. জ.ঃ আগামী দিনে বাংলাদেশের কমপিউটার শিল্প সম্পর্কে আপনার ধারনা কি?

মো. জ.ঃ আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে চিরকালই অনেক বেশী আশাবাদী মানুষ। আমাদের প্রধান সংকট রাজনৈতিক-জনতার নয়। একটি সঠিক নেতৃত্ব পেলে এই দেশ পৃথিবীর যে কোন দেশের চাইতে অনেক বেশী উন্নত হতে পারে। কমপিউটার শিল্প এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশের কমপিউটার বিক্রেতারা গত ১২ বছরে প্রমাণ করেছে সদিচ্ছা থাকলে কোন বাধাই কাউকে আটকে রাখতে পারে না। কোন প্রকারের সরকারী সহযোগিতা ছাড়া দেশে কমপিউটারায়নের জন্য আমরা সকলে মিলে যে অবদান রেখেছি তা কেবল কমপিউটার বিক্রেতা হিসেবেই নয়। আমরা একাধারে কমপিউটার ব্যবহারকারী, বিশেষজ্ঞ, সিস্টেম এনালিস্ট, অভিভাবক-সকল দায়িত্ব পালন করেছি। আমাদেরকে যদি কেউ ঠেকিয়ে না দেয় তাহলে দেশে কমপিউটারের প্রসারে আমরা যুগান্তকারী অবদান রাখতে সক্ষম।

ক. জ.ঃ চট্টগ্রাম প্রদর্শনীর আহ্বায়ক হিসেবে আপনার কি বিশেষ কিছু বলার আছে?

মো. জ.ঃ অবশ্যই। আমি বরাবরই বিশ্বাস করি কমপিউটারের প্রসার একটি আন্দোলন। আমরা সকল প্রদর্শনীর আয়োজনই করি এই লক্ষ্য সামনে রেখে। চট্টগ্রামের প্রদর্শনীকে আমরা সকলে মিলে সফল করতে পারলে এই আন্দোলনে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবো। আমি সমিতির পক্ষ থেকে সকলের কাছে এই প্রদর্শনী সফল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবার আহ্বান জানাই। বিশেষ করে চট্টগ্রামের কমপিউটার অনুরাগীদের কাছে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতার অনুরোধ রাখছি। একটি নতুন শতাব্দী আমরা চট্টগ্রামে প্রদর্শনী আয়োজন করার মধ্য দিয়ে শুরু করছি। চট্টগ্রামের অনেক সূচনাই পরিণতিতে সফল হয়েছে, আশা করি আমাদের নতুন শতকও আমাদের জন্য প্রযুক্তির শতক হবে। ❋

১২,০০০ ডাটাবেস

(১২ নং পৃষ্ঠার পর)

সামর্থ যাদের নেই, তাদের জন্য আছে এর ডাটাএন্ট্রির কাজ করার সুযোগ। এখন ডাটাবেস হচ্ছে পৃথিবীর সব গ্রন্থনাকে কমপিউটার ও টেলিযোগাযোগের মধ্যে পুনরুপস্থাপনের কাজ। পশ্চিম বঙ্গে জ্যোতিবসু তার সচিবালয়কে সম্পূর্ণরূপে কমপিউটারাইজ করে নিচ্ছেন। তাঁদের সরকারী ডাটাবেস গড়ে উঠবে দিল্লীর সমান্তরালে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অহংবাদী নেতৃত্ব জাতিকে এক্ষেত্রেও দীনহীন করে দেশে দেশে যাচ্ছেন নগদ সহায়তা ভিক্ষা করতে। এর নাম জাতীয়তাবাদ!

প্রকৌশল, চিকিৎসা, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ডাটাবেস গড়ছে নানা জাতি। 'India has all the resources best suited for a manpower intensive jobs such as data base production abundant low cost intellectual manpower and entrepreneurial spirit'— ডাটাকোয়েষ্ট তার দেশকে এভাবে তুলে ধরছে। তারা দুঃখ করেছে, বিশ্বে বিদ্যমান ৮০০০ বৃহৎ ডাটাবেসের একটিও তৈরী করেনি ভারত। কিন্তু এখন ভারতে অর্ধশত ডাটাবেস গড়ে ওঠার কাজ শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে এ কাজ করার ক্ষমতা আছে চেম্বার, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, উন্নয়ন গবেষণা সংস্থার! কিন্তু এসব দিকে দিকনির্দেশনা প্রদান, অবকাঠামো তৈরী, সহায়তা এবং প্রাথমিক ঝুঁকি সামলানোর সাহস দিতে হয় রাষ্ট্রকে। উদাসীন ক্ষমতাগুলো বাংলাদেশে ক্ষমতা যাপন করছে। সংকট লালন করছে। একবারও সমস্যা নিরসনে ভবিষ্যৎ পিয়াসী দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়াচ্ছেনা। এ দুর্ভাগ্য জনগণের ও দেশের। কিন্তু এ অপরাধ সরাসরি সেই রাজনীতিক ও প্রশাসকদের যারা বার্ষিক ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার চালিয়েও এ খাতটির জন্য ৫টি কোটি টাকাও ব্যয় করেন না। ❋

সাফল্যের ধারায় Acer

(২১ নং পৃষ্ঠার পর)

'গো' থিওরি ঃ কমপিউটারের প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসার বাজারে এসারের অবস্থান নিশ্চিত করতে স্টান শিহ্ নতুন এক থিওরির প্রবর্তন করেছেন সেটি হলো 'গো' থিওরি। এই থিওরির প্রাণ- 'প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের পণ্যের উন্নতি' এবং এর অন্য বৈশিষ্ট্যটি হলো মাঝখান দিয়ে শুরু না করে এক কোন থেকে শুরু করা। ধরা যাক ব্যবসার কথা- এক্ষেত্রে এসার তার যাত্রা শুরু করেছে ছোট বাজার দিয়ে তারপর পূর্ণ সামর্থ্য অর্জন শেষে বড় বাজার দখলে হাত বাড়িয়েছে।

'গো' থিওরি প্রয়োগের বেলায় দুটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ কোম্পানীর অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে হবে অতঃপর এটির বিস্তৃতিতে মনোযোগ দিতে হবে এ কারণেই দ্রুত বেড়ে উঠার মানসিকতা বিরোধী 'গো' থিওরির কৌশলগত প্রয়োগ কোম্পানীর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী বলেন, 'গো থিওরি ভিত্তিক আমাদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এমনই যে আমরা কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তা বড় ধরনের কোন ক্ষতির কারণ হয় না অথচ দ্রুত বেড়ে উঠার মানসিকতা সম্পন্ন মার্কিন কোম্পানীগুলোর একটি ভুল পদক্ষেপ তাদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়।'

'গো' থিওরিকে পুঁজি করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কোম্পানীকে সুসংগঠিত করছে স্টান শিহ্। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য তথ্য প্রযুক্তির বাজারে পাকাপোক্ত শীর্ষ আসন দখল। ❋

বিসিএস শো চট্টগ্রাম উপলক্ষ্যে বিবৃতি

'কমপিউটারের শুল্ক কমানো হোক'

\- বিসিএস

চট্টগ্রামে দু'দিন ব্যাপী কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন ঘোষণা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এ, এইচ, কাফি এবং বিসিএস কমপিউটার শো চট্টগ্রাম '৯৪-এর আহ্বায়ক মোস্তাফা জব্বার এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন -

"আগামী ৫ ও ৬ মে, ১৯৯৪ বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি চট্টগ্রামে একটি কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। আমরা মনে করছি এই প্রদর্শনীটি চট্টগ্রামের জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। চট্টগ্রামে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে আমরা কামনা করছি বাঙালী জাতির জন্য এই নতুন শতাব্দীটি প্রযুক্তির শতাব্দী হোক। চট্টগ্রামে কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে চট্টগ্রামের গুরুত্বকে যেমনি মনে রেখেছি তেমনি চট্টগ্রামের কমপিউটার বাজারকে সম্প্রসারণের কথাও ভেবেছি। আমাদের বিশ্বাস চট্টগ্রামবাসী স্বচক্ষে কমপিউটারের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারার ফলে চট্টগ্রামে কমপিউটার প্রচলন আরো ব্যাপক হবে।

আমাদের দেশে কমপিউটারের প্রচলন অনেক আগে শুরু হলেও সর্বস্তরে এর ব্যবহার এখনো ব্যাপক হয়নি। দু'য়েকটি খাত বাদে কমপিউটারের প্রচলন এখনো শৈশবাবস্থায়ই রয়েছে। বস্তুত আমরা কমপিউটার বিক্রেতারা দীর্ঘদিন যাবত নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দেশে কমপিউটারের ব্যাপক প্রচলনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দেশে সরকারীভাবে কমপিউটার প্রচলনের জন্য কমপিউটার কাউন্সিল গঠন করা হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি আশানুরূপ কাজ করছে না। সরকার এখনো কমপিউটার প্রচলনের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করেনি। দাতাদেশসমূহ ও বিভিন্ন মহলের চাপে সরকারী খাতে কমপিউটারের প্রচলনের বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য সেসব উদ্যোগ সফল হতে পারছে না। আমাদের ক্রমাগত দাবীর মুখেও এখনো কমপিউটারকে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত করা হয়নি। বরং কমপিউটারের অনেক যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য নানা অজুহাতে বিভিন্ন উচ্চহারে শুল্ক আদায় ও হয়রানি করা হচ্ছে। কমপিউটারের সফটওয়্যারের উপর এখনো শুল্ক বিদ্যমান। কমপিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্র ইউপিএস, কমপিউটার প্রিন্টারের রিবন ও টোনার এবং কমপিউটারের আরো অনেক ব্যবহার্য জিনিসের উপর উচ্চহারে শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। দেশে কমপিউটার সফটওয়্যারের উন্নয়ন ও বিদেশে রফতানীর জন্য কপিরাইট আইন প্রনয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়নি। সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি, ই-মেইল ও কমপিউটার সার্ভিসেস রপ্তানী করার বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন না করার ফলে এই খাতে আমরা এগুতে পারছি না। বছরের পর বছর ধরে আমরা দেশে কমপিউটার শিক্ষার প্রসার দাবী করে আসছি। সরকার এ বছর স্কুল-কলেজ স্তরে কমপিউটার শিক্ষা প্রচলনের কথা বললেও বাস্তবে এই উদ্যোগ কতোটা সফল হবে তা বলা কঠিন। এখনো সরকারী অফিস, ব্যাংক, আদালত ও প্রশাসনের সকল পর্যায়ে কমপিউটারের প্রয়োগ শুরুই হয়নি। অথচ একমাত্র কমপিউটারের প্রচলনই আমাদের প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, সচল ও সজীব করতে পারে।

আমরা গত নভেম্বর মাসে ঢাকায় প্রথম কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করি। সেই প্রদর্শনীতে আশাতীত সাড়া পাবার পর চট্টগ্রামে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলো। এ বছরের শেষ দিকে আমরা ঢাকায় আরো একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবো। এসব প্রদর্শনীর আয়োজনের লক্ষ্য একটিই- জনগণের কাছে কমপিউটার প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়া, জনগণকে কমপিউটার সচেতন করে তোলা।

চট্টগ্রামের এই প্রদর্শনীর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে গণমাধ্যমের উপর। আমরা এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবো বলে আশা করছি।" ❋

কমপিউটার জগৎ আপনার হাতের মুঠোয় থাকলে কমপিউটারের সমগ্র জগতটাকে আপনি জানতে পারবেন।

চট্টগ্রামবাসীদের প্রতি

চট্টগ্রামবাসী কমপিউটারকে ভালবাসেন, ভালবাসেন **কমপিউটার জগৎ**-কেও। চট্টগ্রামবাসীরা এবং চট্টগ্রামের প্রায় সকল পত্র পত্রিকা কমিউটার জগৎ- এর বিভিন্ন কার্যক্রমকে সব সময়ই ব্যাপকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। আপনাদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আমরা চট্টগ্রামে আমাদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে পারিনি, সীমিত সামর্থের কারণে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের বেশীরভাগ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যিনি সব সময় নীরব ও সরব সমর্থন জানিয়েছেন তিনি কমপিউটারে বাংলা প্রসারের অগ্রপথিক-মোস্তাফা জব্বার। তাঁর ব্যবস্থাপনায় বিসিএস আগামী ৫ ও ৬ মে চট্টগ্রামে যে প্রদর্শনী করতে যাচ্ছে তা আপনাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা পূরণ করবে। চট্টগ্রামবাসী ও চট্টগ্রামের **কমপিউটার জগৎ**- এর পাঠক-পাঠিকা এবং কমপিউটার অনুরাগীসহ সকলকে প্রদর্শনী উপভোগ করার এবং দেশ ও বিদেশের কমপিউটার প্রযুক্তির সান্নিধ্য লাভ করার আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

– কমপিউটার জগৎ কর্তৃপক্ষ